সংবাদ

তারিখ 09 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

মদনে ২টি সর.প্রা.স্কুল

উদ্বোধন না হওয়ায় ভর্তি বঞ্চিত ৫ শতাধিক শিশু

প্রতিনিধি, মদন (নেত্রকোনা)

নেত্রকোণার মদন উপজেলায় ২টি বিদ্যালয় উদ্বোধন না হওয়ায় ৫ শতাধিক শি ভবিষ্যৎ অনশ্চিত হয়ে পড়েছে। গ্রাম,গঞ্জে শিক্ষার আলো বিস্তারের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম হিসেবে ১৫ শত বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় এ উপজেলায় ৫টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় এবং যথারিতি ৩টি বিদ্যালয়ে কার্যক্রমও চালু করে। দুটি বিদ্যালয় উদ্বোধন না হওয়ায় ওই এলাকার ৫ শতাধিক শিশুর শিক্ষার আলো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়গুলো হলো উপজেলার মাঘান ইউনিয়নের নয়াপাড়া কে আরসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফতেপুর ইউনিয়নের ধানকুনিয়া আবুল হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় ২টি উদ্বোধন না হওয়ায় এলাকার আশে পাশে কোন বিদ্যালয় না থাকায় শিশুদের ভবিষৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার পড়েছে অভিভাবকরা। ভেঙে পড়েছে তাদের মন। বিদ্যালয়ে না যেতে পেরে অনেক শিশু মা বাবার সঙ্গে কাজে যোগদান করেছে, কেউ কেউ মাছ ধরছে, কেহ রিকশা চালাচ্ছে কেউ বা হোটেলে কাজ করছে। ধানকুনিয়া গ্রামের এক শিশুর অভিভাবক আমজাদ হোসেন ক্ষোভের সঙ্গে জানান, আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম এবার হয়ত আমার শিশু শিক্ষার আলো দেখতে পাবে কিন্তু তা আর হলনা। বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করার জন্য তিনি সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। মাঘান নয়াপাড়া গ্রামের এক শিশুর মা আনিছা আক্তার জানান, বিদ্যালয়টি দেখে খুশি হয়ে ছিলাম, ভাবছিলাম এবার আমার শিশু পড়বে আর মানষের বাড়িতে কাজে দিব না। এটা আর ওইলা না। সরকারের কাছে দাবি তাড়াতাড়ি বিদ্যালয়টি কোল্লাইদেন। এ ব্যাপারে ফতেপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আমার ইউনিয়নে ওই গ্রামটি অকেবারেই অবহেলিত, শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ বিষয়ে আমি আগামী উপজেলা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করব। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবুল হোসেন জানান, ১৫শ বিদ্যালয়ের প্রকল্পের বিপরীতে কোন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। তবে আগামী জানুয়ারি থেকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে হলেও এ দুটি বিদ্যালয় চালু করা হবে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার একে এম রিয়াজ উদ্দিন জানান, বিদ্যালয়ের কাজ যদি সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয়গুলো চালুর জন্য আমাকে অবহিত করলে ডেপুটেশনের মাধ্যমে শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়গুলো চালু করা হবে।